بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম- এর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, অবস্থান, মর্যাদা ও মহত্ত্বের বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্না মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ারাসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিল্লাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।
তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযুর (আই.) বলেন:

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের বরকত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, এর কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বদা অব্যাহত রয়েছে এবং তা নবী করীম (সা.)-এর সময়ে যেমন ছিল সব যুগে তেমনই বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল রয়েছে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, এটা সত্য যে অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কুরআন পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু তারপরও পবিত্র কুরআনের বরকত এবং এর প্রভাব সর্বদা জীবন্ত ও সতেজ হয়ে রয়েছে। তাই এটা প্রমাণের জন্য আমাকে এই সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁদের আপন আপন সময়ে তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের জন্য প্রেরণ করেছেন। কারণ তিনি অঙ্গীকার করেছেন, **ইন্না নাহনু নায্যালনায যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফেযুনা**- অর্থাৎ আমরা এই যিক্র অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর রক্ষাকারী।

তাই এ যুগে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের প্রকাশ ও সুরক্ষার জন্য মহানবী (সা.) এর নিষ্ঠাবান সেবককে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সেই তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন যা মানুষের কাছ থেকে গোপন ছিল। তিনি (আ.) পৃথিবীতে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তথাকথিত আলেমগণ প্রথম থেকেই তাঁর দাবির বিরোধিতা করে আসছেন এবং তারা কোন যুক্তির কথাও শুনতে চান না এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। পাকিস্তানে সময়ে সময়ে, এই তথাকথিত উলামায়ে

কেরাম আলোড়ন ফেলার চেষ্টা করে। তাদের সাথে কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং কর্মকর্তারা সস্তা খ্যাতির জন্য যোগদান করে এবং আহমদীদের বিভিন্ন অজুহাতে বিরোধিতার জন্য টার্গেট করা হয়। বেশ কিছুদিন ধরে তারা আহমদীদের বিরুদ্ধে কুরআন বিকৃতির বানোয়াট মামলা করার চেষ্টা করছে। আল্লাহ্ তাদের মন্দ থেকে রক্ষা করুন এবং আহমদীদের মুক্তির উপায় তৈরি করুন যাদেরকে তারা মিথ্যা আরোপে বন্দি করে অত্যাচার করছে।

এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পাওয়া যায় এবং আহমদীয়া জামাতই আজ বিশ্বব্যাপী এ কাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনের অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বাণী ও লেখনীতে যে তত্ত্বজ্ঞান পেশ করেছেন তা আজ আমি ব্যাখ্যা করব।

পবিত্র কুরআনের নিখুঁত ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বিষয়ে একটি জায়গায় তিনি (আ.) বলছেন, আমার ধর্মবিশ্বাস হল কুরআন তার শিক্ষায় নিখুঁত এবং এর বাইরে কোন সত্য নেই... কিন্তু একই সাথে, এটা আমার বিশ্বাস যে পবিত্র কুরআন থেকে সমস্ত ধর্মীয় সমস্যার সমাধান করা, ঐশী উদ্দেশ্য অনুযায়ী এর সারাংশ সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং অনুমান করা কোন মুজতাহিদ (গবেষক) ও মৌলবীর কাজ নয়, বরং এটি বিশেষভাবে নবী হিসাবে বা অভিভাবক হিসাবে ঐশী বাণী দ্বারা যাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে তাদের কাজ।

হেদায়েতের প্রথম উৎস হল কুরআন। এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার বিশ্বাস হল তিনটি জিনিস আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের হেদায়েতের জন্য দিয়েছেন। প্রথমটি হল কুরআন, যেখানে খোদার একত্ববাদ, মহিমা এবং প্রতাপের উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেখানে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাদমান দ্বন্দের নিরসন করা হয়েছে।...কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করো না। তাই সাবধান হোন এবং আল্লাহ্‌র শিক্ষা ও কুরআনের নির্দেশনার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করবেন না।..... আমি আপনাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতশত আদেশের একটিও উপেক্ষা করে, সে নিজের হাতে নাজাতের দরজা বন্ধ করে দেয়...আল্লাহ্ আমাকে ইলহামের মাধ্যমে সম্বোধন করে বলেছেন, **আল্‌খাইরু কুল্লুহু ফিল্ কুরআন**। অর্থাৎ সব ধরনের কল্যাণ কুরআনে নিহিত। এটাই বাস্তব।

তিনি (আ.) বলেন, খোদা তোমাকে কুরআনের ন্যায় একটি কিতাব দান করে তোমার প্রতি অনেক সদয় হয়েছেন... তাই তোমাকে দেওয়া এই নেয়ামতের প্রশংসা করো। এটি একটি মহান সম্পদ। যদি কুরআন না আসত, তাহলে পুরো পৃথিবী একটা নোংরা জলাভূমির মত হয়ে যেত। কুরআন হল সেই কিতাব যার মোকাবেলায় সমস্ত হেদায়েত তুচ্ছ।

পবিত্র কুরআনকে (খাতামুল কুতুব) সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) হচ্ছেন নবীগণের সীলমোহর এবং পবিত্র কুরআন হচ্ছে ঐশী গ্রন্থগুলির সীলমোহর। এখন আর অন্য কোন কলেমা বা অন্য কোন নামায হতে পারে না। মহানবী (সা.) যা বলেছেন বা করেছেন তা পরিত্যাগ করে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। যে পরিত্যাগ করবে সে জাহান্নামে যাবে। এটাই আমাদের ধর্ম ও বিশ্বাস। তবে এর সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, এ উম্মতের জন্য ঐশী বার্তালাপ এবং কথোপকথনের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত এবং এ দ্বার পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার উজ্বল সাক্ষ্য।

তিনি (আ.) বলেন: ইসলামের একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, একজন মানুষ যেন কেবল মৌখিক ভাবে

ওয়াহিদ লা শরিক না বলে, বরং সে যেন এর বাস্তবতাকে বুঝতে পারে এবং জান্নাত- জাহান্নাম সম্পর্কে যেন কাল্পনিক বিশ্বাস না রাখে, বরং প্রকৃতপক্ষে এই জীবনে সে যেন বেহেশ্‌তের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং সেসব পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে যেগুলিতে পড়ে নির্বোধ মানুষগুলো কষ্ট পাচ্ছে। এটাই ছিল ইসলামের মহৎ লক্ষ্য এবং এটি এমন একটি বিশুদ্ধ লক্ষ্য যে অন্য কোনো জাতি তার ধর্মে এর উদাহরণ দেখাতে পারবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের এই মান অর্জন করতে হবে। বিশ্বকে বলতে হবে, যারা আমাদের ওপর কুফরীর ফতোয়া চাপিয়েছে তাদের দেখাতে হবে যে, আহমদীরা কোন পুরানো গল্প বর্ণনা করে না। বরং তারা বিশ্বাস করে আজও এই জীবিত কিতাব ও জীবিত রসূল (সা.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নাযিল হয়। তারা বিশ্বাস করে যে সর্বশক্তিমান খোদা আজও কথা বলেন।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই মহান নবী দান করেছেন যিনি মুমিনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের মোহর এবং নবীগণের সীলমোহর। আর ঠিক একইভাবে তাঁর উপর সেই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যা সমস্ত কিতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও খাতামুল কুতুব।

পবিত্র কুরআনের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, 'আমি পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করা থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হওয়াকে বেঈমানি মনে করি। আমার বিশ্বাস, যে এর এক অণু পরিমাণও ত্যাগ করে সে জাহান্নামী।'

পবিত্র কুরআন ও প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে সামঞ্জস্য বর্ণনা করে তিনি (আ.) বলেন: বিশুদ্ধ ও নিখুঁত শিক্ষা পবিত্র কুরআনের অন্তর্গত, যা মানব বৃক্ষের প্রতিটি শাখাকে লালন-পালন করে। পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র একটি দিকের উপর জোর দেয় না, বরং কখনও কখনও এটি ক্ষমা ও করুণার শিক্ষা দেয়, তবে শর্ত সহ যে, যখন ক্ষমা করা সমীচীন, আবার কখনও কখনও এটি অপরাধীকে উপযুক্ত সময় ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়ার কথাও বলে। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন হল খোদা তাআলার সেই ঐশী ক্ষমতা সম্বলিত বিধানের একটি চিত্র, যা সর্বদা আমাদের চোখের সামনে থাকে। এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে খোদার কথা এবং কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। অন্য কথায় বলতে গেলে, পৃথিবীতে যেভাবে খোদার কর্ম বিধান এবং শৈলী পরিলক্ষিত হয়, সর্বশক্তিমান খোদার সত্য গ্রন্থও কার্যত সে অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে থাকে।

তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত দ্বীন হল সেই ধর্ম যা এই যুগেও আল্লাহ্‌র শ্রবণ এবং কথা বলা উভয়কেই প্রমাণ করে। অতএব, সত্য ধর্মে, সর্বশক্তিমান খোদা তাঁর কথোপকথন এবং সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের কথা জানান। খোদাকে জানা খুবই কঠিন কাজ এবং তাঁকে খুঁজে পাওয়া জাগতিক ঋষি ও দার্শনিকদের কাজ নয়। কারণ পৃথিবী ও আকাশের দিকে তাকালেই প্রমাণিত হয় যে এই শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল রচনাটির একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। কিন্তু এটি প্রমাণ করে না যে বাস্তবে নির্মাতার অস্তিত্ব আছে এবং 'হতে হবে' এবং 'হয়'-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। অতএব, একমাত্র পবিত্র কুরআনই এই অস্তিত্বকে প্রকৃত অর্থে প্রকাশ করে।

তিনি (আ.) বলেন, আমরা প্রতিটি জাতির এবং প্রতিটি ধর্মের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের মোকাবেলাতে এসে তাদের স্বীয় ধর্মের সত্যতার নিদর্শন দেখাতে। কিন্তু বাস্তবে তাদের ধর্মের সত্যতার কোনো দৃষ্টান্ত দেখান এমন একজনও নেই। আমরা বিশ্বাস করি যে সর্বশক্তিমান খোদার বাণী নিখুঁত এবং

স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমরা আরও বিশ্বাস করি এবং দাবি করি যে অন্য কোন গ্রন্থ এর সাথে তুলনীয় নয়।

হুযুর আনোয়ার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণীর আলোকে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিপরীতে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা নিখুঁত এবং যৌক্তিক তা প্রমাণ করার পর বলেন যে, সাহস ও যুক্তি সহকারে সকল ধর্মের উপর পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা তাঁর (আ.) সেই সময়ের কাজ ছিল যখন দেশটি ব্রিটিশ শাসন করছিল। চার্চগুলি প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। তবুও তিনি পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরে খোলাখুলিভাবে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং কোনো ভীতিকে ধারে কাছেও আসতে দেননি। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, যাকে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। এটা আমরা তাঁর শিক্ষা ও রচনায় দেখতে পাই এবং এই শিক্ষাই আহমদীয়া জামাত ছড়িয়ে দিচ্ছে। আহমদীয়া জামাতের বিরোধিতাকারীরা বলে যে আহমদীরা পবিত্র কুরআনকে বিকৃত ও অবমাননা করছে।

পবিত্র কুরআনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন: পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য হল সমগ্র বিশ্বের সংস্কার এবং এর সম্বোধনকারী কোনো বিশেষ জাতি নয়, বরং এটি খোলাখুলিভাবে বলেছে যে এটি সবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষ এবং প্রত্যেকের সংস্কার এর মাধ্যমেই সম্ভব।

খুতবা শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, পবিত্র কুরআনের ফজিলত, অবস্থান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত আরও অনেক অনুচ্ছেদ রয়েছে যা ভবিষ্যতে কোনো এক সময় ব্যাখ্যা করা হবে।

আলহামদুলিল্লাহে নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহে ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)
3 February 2023
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in